পূর্ব্বোক্ত ঐহিক-পারলৌকিক বিষয়প্রতিষ্ঠা সুখভোগে আকাঙ্ক্ষা আছে, অতএব সেই সুখভোগপ্রাপ্তির সাধনরূপ সকাম কর্ম্মত্যাগে যাহারা অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ তাহাদের সঙ্কল্পানুরূপ ফলদায়ী হইয়া থাকে। অনন্তর কর্ম্মাদিতে যেমন জাতি প্রভৃতির নিয়ম করা আছে, ভক্তিযোগে সেই প্রকার কোনও জাতি প্রভৃতির অপেক্ষা নাই।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী শূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। ২।৬।৪৬

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে কহিলেন—হে বৎস! স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর এমন কি যাহাদের পাপেতেই উৎপত্তি—এমত বেশ্যাপুত্র প্রভৃতিও সাধুসঙ্গ প্রভাবে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব এবং ঈশ্বরের মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। এই প্রমাণে ভক্তিযোগ যে কোনও জাতি প্রভৃতির অপেক্ষা করে না—তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকায়, ভক্তি অধিকারে একমাত্র শ্রদ্ধাই যেহেতু; তাহাই বলিতেছেন—যদৃচ্ছায় অর্থাৎ কোনও পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গ কিম্বা তাঁহার কৃপাজাত সুমঙ্গলের উদয়ে আমার কথা প্রভৃতিতে যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তও নয়, অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নয়—এবম্ভূত অধিকারী মানবেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। এস্থানে শ্লোকস্থ "যদৃচ্ছা" পদের ব্যাখ্যায় যে সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপারূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ১।২।১৬ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবনাৎ॥

হে বিপ্রগণ! ভগবদ্বহির্মুখ জীবের সাধুসঙ্গ বিনা অন্য কোনও উপায়েই শ্রীহরিকথাদিতে রুচির উদয় হইতে পারে না। অতএব ব্যবহারিক-কার্য্যোদ্দেশ্যে ও পবিত্র তীর্থের নিষেবনে প্রায়শঃ সেইস্থানে অবস্থিত অথবা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে তথায় মিলিত সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপ সঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা করা যায়। সেই সঙ্গ হইতে তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ইচ্ছা এবং সেই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসও উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তৎপর সেই সকল সাধুগণের সেবা করিবার সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে শ্রীবাসুদেব কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই অগ্রে এই শ্লোকটির দুইটি শ্লোকের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকাম্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥